প্রথম আলো

তারিখ ..13. SEP. 2017..
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...2... ......

বিজ্ঞানের পরিমার্জিত ৬ বই হস্তান্তর

কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপিয়ে আগামী বছর পরীক্ষা নেওয়ার আশা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে আগামী বছরের পাবলিক পরীক্ষা থেকেই পরীক্ষার দিন কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার আশা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মো. কায়কোবাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, পরীক্ষা থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পরিপূর্ণভাবে উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানে নবম-দশম শ্রেণির যে ১২টি বই পরিমার্জন করে সুখপাঠ্য করা হয়েছে, তার মধ্যে বিজ্ঞানের ছয়টি বইয়ের অনুলিপি ও ছাপার জন্য সিডি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে তুলে দেয় অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক মো. কায়কোবাদের নেতৃত্বাধীন কমিটি। পরিমার্জিত বইগুলো হলো রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত ও উচ্চতর গণিত। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ১১টি বইয়ের পরিমার্জিত বই জমা দেওয়া হয়েছে। আরেকটি দুই-এক দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীরা এসব পরিমার্জিত বই পাবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে সব কটি পাঠ্যবই উন্নত করা হবে।

অনুষ্ঠানে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রায় বন্ধ হয়েছে জানিয়ে সোহরাব হোসাইন বলেন, গতবার তদন্ত করে দেখা গেছে, আগুলিয়ায় প্রধান শিক্ষক সকালে প্রশ্ন আনতে গিয়ে চালাকি করে পরের দিনের একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছেন। ওনার লক্ষ্য ছিল তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভালো ফল করবে। পরে দেখা গেছে, কোচিং সেন্টারের মালিকের কাছে প্রশ্ন চলে গেছে।

পরীক্ষা থেকে এমসিকিউ তুলে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে সচিব বলেন, 'বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষককে যেকোনো উপায়ে কনভিন্স করে ওই কক্ষের সমস্ত ছাত্রছাত্রী যেন ৩০ নম্বর পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এটা অর্থের বিনিময়ে হচ্ছে বলে আমাদের কাছে রিপোর্ট আসছে।'

সপ্তাহখানেকের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানোর জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া মোটামুটি প্রস্তুত জানিয়ে সোহরাব হোসাইন বলেন, সেখানে কিছু কঠিন বিষয় আছে, যে জন্য শিক্ষাবিদদের সাহায্য লাগবে।

অনুষ্ঠানে পরিমার্জিত বইয়ের প্রসঙ্গ টেনে শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, এই দিনটি তাঁর জীবনের খুব আনন্দময় দিন। তাঁরা যে বইগুলো পরিমার্জন করেছেন, তা নির্ভুল বলে জানান তিনি। অধ্যাপক মো. কায়কোবাদ বলেন, ছাত্রছাত্রীরা এ বইগুলো এখন আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে পড়বে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর